بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ০৮ মে, ২০২৬ মোতাবেক ০৮ হিজরত, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জীবনচরিত বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর সত্যতার মানদণ্ড সম্পর্কিত কিছু উদ্ধৃতি এবং ঘটনা বর্ণনা করেছিলাম, আজও কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে ডাক্তার হেনরি মার্টিন ক্লার্কের পক্ষ থেকে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছিল এবং এটি ছিল হত্যাচেষ্টার মামলা। চরম বিপজ্জনক একটি মামলা ছিল এটি। তিনি (আ.) বলেন,

হেনরি মার্টিন ক্লার্কের এই মোকদ্দমাটি এতটাই বিপজ্জনক ছিল যে, এতে ফাঁসির দণ্ডও হতে পারত। *দৃষ্টান্তস্বরূপ রোমান আদালতে ইহুদীদের দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার উল্লেখ করে তিনি (আ.) বলেন*, এ ধরনের একটি মোকদ্দমা আমার বিরুদ্ধেও হয়েছিল। ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে তো ইহুদীরা মামলা করেছিল, কিন্তু এই (ব্রিটিশ) সাম্রাজ্যে আমার বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করেছিল, সে একজন সম্মানিত পাদ্রি এবং ডাক্তারও ছিল। অর্থাৎ ডাক্তার মার্টিন ক্লার্ক, যে আমার বিরুদ্ধে হত্যাচেষ্টার মামলা দায়ের করেছিল এবং সে সাক্ষী-সাবুদও পুরোপুরি জোগাড় করেছিল। এমনকি মৌলভী আবু সাঈদ মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভী, যে কি না এই জামা'তের একজন ঘোর বিরোধী ও শত্রু, সে-ও সাক্ষী দেবার জন্য আদালতে এসেছিল আর নিজের সাধ্যমতো আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিল এবং সম্পূর্ণরূপে আমার বিরুদ্ধে মামলা প্রমাণের চেষ্টা করেছিল। এই মামলাটি গুরদাসপুরের ডেপুটি কমিশনার ক্যাপ্টেন ডগলাসের আদালতে (বিচারাধীন) ছিল, যিনি সম্ভবত এখন অর্থাৎ মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন একথা বলছেন তখন শিমলায় বদলি হয়ে গিয়েছেন। যাহোক, তাঁর সামনে মামলার নথিপত্র সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, অত্যন্ত জোরালোভাবে আমার বিরুদ্ধে সকল সাক্ষ্যপ্রমাণ দেওয়া হয়। এমন পরিস্থিতি ও অবস্থায় কোনো আইন বিশারদ বা বিশেষজ্ঞও বলতে পারতেন না যে, আমি খালাস পেতে পারি। সময়ের দাবি এবং পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছিল যে, আমাকে দায়রা আদালতে [সেশন কোর্ট] সোপর্দ করা হতো এবং সেখান থেকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হতো অথবা কালাপানির সাজা দেওয়া হতো, অর্থাৎ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হতো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে মামলার পূর্বেই আমাকে অবহিত করেছিলেন, তেমনিভাবে এটিও আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, আমি এথেকে বেকসুর খালাস পাব। বস্তুত, এই ভবিষ্যদ্বাণী আমার জামা'তের একটি বড়ো অংশের জানা ছিল। মোটকথা, মামলা যখন এমন পর্যায়ে উপনীত হয় এবং শত্রুরা ও বিরোধীরা মনে করে, এবার ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে দায়রা আদালতে পাঠাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি পুলিশ ক্যাপ্টেনকে *অর্থাৎ ক্যাপ্টেন ডগলাস পুলিশ ক্যাপ্টেনকে* বলেন, আমার মনে হচ্ছে এই মামলাটি সাজানো। *অর্থাৎ, ক্যাপ্টেন সাহেব তথা যিনি বিচারক ছিলেন, তার বিশ্বাস হচ্ছিল না।* তিনি বলেন, আমার মন এটা মানছে না যে, বাস্তবে এমন কোনো চেষ্টা করা হয়েছে এবং তিনি [মির্যা সাহেব] ডাক্তার ক্লার্ককে হত্যার জন্য লোক পাঠিয়েছেন। আপনি

পুনরায় এটি তদন্ত করুন। *অর্থাৎ, বিচারকের মনে আল্লাহ্ তা'লা এই কথা সঞ্চার করেন যে, পুলিশ কমান্ডারকে পুনরায় তদন্ত করতে বলো।* তিনি (আ.) বলেন, এটি এমন এক সময় ছিল যখন আমার বিরোধীরা আমার বিরুদ্ধে কেবল সব ধরনের ষড়যন্ত্রেই লিপ্ত ছিল না, বরং সেসব মানুষ, যাদের দোয়া কবুল হবার দাবি ছিল, তারাও দোয়ায় রত ছিল। *তারা শুধু চেষ্টাই করছিল না, বরং দোয়াও করছিল* আর কেঁদে কেঁদে দোয়া করছিল, আমি যেন সাজাপ্রাপ্ত হই। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার মোকাবিলা কে করতে পারে? আমি জানি, ক্যাপ্টেন ডগলাস সাহেবের কাছে কিছু সুপারিশও এসেছিল, কিন্তু তিনি ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি বলেন, এমন অসৎ কাজ আমি করতে পারব না। অর্থাৎ আমি কোনো অন্যায় রায় দিতে পারি না।

মোটকথা, যখন এই মামলাটি পুনরায় তদন্তের জন্য ক্যাপ্টেন লে মারচান্দ-এর হাতে ন্যস্ত করা হয়, তখন ক্যাপ্টেন সাহেব আব্দুল হামিদকে ডাকেন এবং তাকে বলেন, তুমি আসল ঘটনা খুলে বলো। আব্দুল হামিদ এবারও সেই একই গল্প পুনরাবৃত্তি করে যা সে ডেপুটি কমিশনার সাহেবের সামনে জবানবন্দি দিয়েছিল। তাকে আগে থেকেই বলে দেওয়া হয়েছিল, যদি বিন্দুমাত্রও কথার অমিল হয়, তাহলে তুমি ধরা পড়ে যাবে; এ কারণে সে একই কথা বলতে থাকে। কিন্তু ক্যাপ্টেন সাহেব তাকে বলেন, তুমি তো আগেই এই জবানবন্দি দিয়েছ। বিচারক এতে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না; অর্থাৎ ম্যাজিস্ট্রেট সন্তুষ্ট নন, কারণ তুমি সত্যি কথা বলছ না। যখন ক্যাপ্টেন লে মারচান্দ পুনরায় তাকে বলেন, তখন সে কাঁদতে কাঁদতে তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে এবং বলতে আরম্ভ করে, আমাকে বাঁচান। ক্যাপ্টেন সাহেব তাকে আশ্বস্ত করেন এবং বলেন, খুলে বলো। এরপর সে আসল ঘটনা খুলে বলে এবং পরিষ্কারভাবে স্বীকার করে– আমাকে ভয় দেখিয়ে এই জবানবন্দি দেওয়ানো হয়েছিল। আমাকে কখনোই মির্যা সাহেব হত্যার জন্য পাঠান নি। ক্যাপ্টেন এই জবানবন্দি শুনে খুশি হন এবং তিনি ডেপুটি কমিশনারকে টেলিগ্রাম প্রেরণ করে জানান, আমরা মামলার রহস্য উদ্ঘাটন করেছি। অতএব, পুনরায় গুরুদাসপুর (আদালতে) এই মামলাটি পেশ করা হয় এবং সেখানে ক্যাপ্টেন লে মারচান্দকে শপথ করানো হয় আর তিনি শপথপূর্বক তার জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করান। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমি দেখছিলাম, সেই সময় আদালতে আসল সত্য উদ্ঘাটিত হওয়ায় ডেপুটি কমিশনার অনেক আনন্দিত ছিলেন এবং সেসব খ্রিষ্টানদের ওপর তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিলেন, যারা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছিল। তিনি আমাকে বলেন, আপনি এই খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে (মানহানীর) মামলা করতে পারেন। কিন্তু যেহেতু আমি মামলা-মোকদ্দমা অপছন্দ করি, তাই আমি একথাই বলি যে, আমি কোনো মামলা করতে চাই না; আমার মামলা ঊর্ধ্বলোকে [আল্লাহ্‌র দরবারে] দায়ের করা আছে। এরপর তখনই ডগলাস সাহেব রায় লেখেন। সেদিন এক বিশাল জনগোষ্ঠী (আদালতে) জড়ো হয়েছিল। তিনি রায় শোনাতে গিয়ে আমাকে বলেন, আপনাকে অভিনন্দন, আপনি নির্দোষ বা বেকসুর খালাস পেয়েছেন।

আমি লক্ষ করছিলাম, সেই সময় এক জগৎ তো আমার শত্রু ছিলই এবং এমনটিই হয়ে থাকে যে, যখন জগৎ কষ্ট দেবার জন্য উঠেপড়ে লাগে, তখন আপন-পর সবাই আঘাত করে। একমাত্র খোদাই তাঁর সত্যবাদী বান্দাদের রক্ষা করেন। *আমি সত্যবাদী ছিলাম, তাই আল্লাহ্ তা'লা আমাকে রক্ষা করেছেন।* এই মামলায় উপস্থিত এক ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যবাদিতা এবং উন্নত নৈতিক মাধুর্যের বর্ণনা দিয়েছেন, যিনি একজন অআহমদী আইনজীবী, যার নাম ছিল মৌলভী ফযল দ্বীন। এই বক্তব্যটি

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) তাঁর রচিত 'হায়াতে আহমদ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছেন,

দ্বিতীয় মহান নৈতিক মাধুর্যের ঘটনা, যা তাঁর (আ.) সত্যবাদী হবার সমর্থক, (তা) এই মোকদ্দমাতেও প্রকাশ পেয়েছিল যে, তিনি (আ.) সত্যকে কতটা ভালোবাসতেন। এর বিবরণ শ্রদ্ধেয় উকিল মরহুম মৌলভী ফযল দ্বীন সাহেবের ভাষায় শুনুন, যা আমার সমসাময়িক একজন নিষ্ঠাবান বন্ধু লালা দীনা নাথ বর্ণনা করেছেন, যিনি 'দেশ' এবং 'হিন্দুস্তান' নামক দুটি সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন; *তিনি হিন্দু ছিলেন এবং উক্ত পত্রিকা দুটির সম্পাদক ছিলেন এবং শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেবের বন্ধু ছিলেন।* তিনি বলেন,

তিনি (উকিল সাহেব) বলেছিলেন, আপনি জানেন, আমার হৃদয়ে মির্যা সাহেবের কতটা ভক্তি-শ্রদ্ধা রয়েছে! আমি তাঁর মোকাম ও মর্যাদাকে অত্যন্ত মহান বলে মনে করি। উকিল সাহেব বলেছিলেন, যদিও মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর দাবির ব্যাপারে আমি এটিই মনে করি যে, এগুলো বুঝতে তাঁর ভুল হয়েছে। *অর্থাৎ দাবি সত্য নয়,* কিন্তু তিনি অবশ্যই একজন পুণ্যবান মানুষ; একজন মহাপুরুষ এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তি হিসেবে তিনি অনেক বড়ো মর্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁর সম্পর্কে আমার এই বিশ্বাস একটি ঘটনার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। আর তিনি ঘটনাটি বর্ণনা করেন যে, আলেমদের শিরোমণি হেকিম গোলাম নবীকে আপনি চেনেন এবং উকিল মৌলভী ফযল দ্বীন সাহেবকেও চেনেন। *এটি সেই হিন্দু ভদ্রলোক বলছেন যিনি (পত্রিকার) সম্পাদক ছিলেন; তিনি এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। এখন তিনি মৌলভী ফযল দ্বীন সাহেবের কথা বর্ণনা করছেন। (তিনি) বলেন,* উকিল মৌলভী ফযল দ্বীন সাহেবকেও আপনি চেনেন, হেকিম সাহেবের বাড়িতে প্রায়ই সন্ধ্যায় বন্ধুদের আসর বসত। আমিও সেখানে যেতাম। একদিন সেখানে কয়েকজন বন্ধু একত্রিত হয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে মির্যা সাহেবের কথা উঠলে একজন তাঁর বিরোধিতা শুরু করে, কিন্তু ভদ্রতা ও নৈতিকতার গণ্ডি বহির্ভূতভাবে তা করে। তখন পত্রিকার সম্পাদক এই হিন্দু ভদ্রলোক বলেন, একথা শুনে মরহুম মৌলভী ফযল দ্বীন সাহেব খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। তিনি অত্যন্ত আবেগের সাথে বলেন, আমি মির্যা সাহেবের মুরিদ বা অনুসারী নই; তাঁর দাবির প্রতি আমার বিশ্বাস নেই, তা সে যে কারণেই হোক না কেন। কিন্তু মির্যা সাহেবের মহান ব্যক্তিত্ব এবং নৈতিক উৎকর্ষের বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। আমি একজন উকিল এবং সব শ্রেণির মানুষ মামলা-মোকদ্দমার বিষয়ে আমার কাছে আসে। হাজার হাজার মানুষকে আমি এক্ষেত্রে অন্য উকিলদের মাধ্যমেও দেখেছি যে, বড়ো বড়ো পুণ্যবান মানুষ– যাদের সম্পর্কে কখনো ধারণাও করা যায় না যে, তারা কোনো ধরনের কৃত্রিমতা বা লৌকিকতার আশ্রয় নেবে– তারাও মামলা-মোকদ্দমার ক্ষেত্রে আইনি পরামর্শের আলোকে নিজেদের জবানবন্দি পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলে নির্দ্বিধায় তা বদলে ফেলেছেন। কিন্তু আমি আমার জীবনে একমাত্র মির্যা সাহেবকেই দেখেছি, যিনি সত্যের অবস্থান থেকে এক পা-ও সরেন নি।

তাঁর একটি মামলায় আমি উকিল ছিলাম। এই মামলাটি হলো সেই পাদ্রি হেনরি মার্টিন ক্লার্কের মামলা। এই মামলায় আমি তাঁর জন্য একটি আইনগত জবানবন্দি প্রস্তুত করি এবং তাঁর সমীপে উপস্থাপন করি। তিনি সেটি পাঠ করে বলেন, এতে তো মিথ্যা রয়েছে! আমি বলি, আসামির জবানবন্দি শপথপূর্বক হয় না, তাই আইনত এর অনুমতি আছে যে, সে যা খুশি তা-ই জবানবন্দিতে বলতে পারে। তখন হযরত মসীহ্ মওউদ

(আ.) বলেন, আইন যদিও তাকে এই অনুমতি দিয়েছে– সে যা খুশি তা-ই জবানবন্দি দিতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা এই অনুমতি দেন নি। খোদা তা'লা মিথ্যা বলার অনুমতি দেন নি এবং আইনের উদ্দেশ্যও এটি নয়। অতএব, আমি কখনোই এমন জবানবন্দি দিতে সম্মত নই যা বাস্তব ঘটনার পরিপন্থি। আমি একদম সঠিক বিষয়টিই তুলে ধরব। মৌলভী সাহেব অর্থাৎ উকিল সাহেব বলতেন, আমি বললাম, আপনি জেনেশুনে নিজেকে বিপদে ফেলছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তখন বলেন, জেনেশুনে নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দেবার অর্থ হলো– আমি আইনি জবানবন্দি দিয়ে অবৈধভাবে স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নিজের খোদাকে অসন্তুষ্ট করব! এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, ফলাফল যা-ই হোক না কেন। লালা দীনা নাথ সাহেব বলেন, *অর্থাৎ যিনি সম্পাদক ছিলেন, তিনি শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেবের কাছে বর্ণনা করেন যে,* মৌলভী ফযল দ্বীন সাহেব বলতেন, মির্যা সাহেব এই কথাগুলো এতই আবেগের সাথে বলেছিলেন যে, তাঁর চেহারায় এক বিশেষ ধরনের প্রতাপ এবং আবেগ (দৃশ্যমান) ছিল। আমি একথা শুনে বললাম, *অর্থাৎ উকিল সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলেন,* আমার ওকালতির মাধ্যমে আপনার কোনো উপকার হবে না। এর উত্তরে তিনি (আ.) বলেন, আমি কখনো এমন ধারণাও করি নি যে, আপনার ওকালতির মাধ্যমে আমার উপকার হবে অথবা অন্য কারো চেষ্টায় উপকার হবে। আর আমি এটিও মনে করি না যে, কারো বিরোধিতা আমাকে ধ্বংস করতে পারে। আমার ভরসা তো আল্লাহ্ তা'লার ওপর, যিনি আমার হৃদয়ের অবস্থা জানেন। আপনাকে উকিল হিসেবে নিয়োগ করার কারণ হলো, বাহ্যিক উপায়-উপকরণকে কাজে লাগানোও আদব বা শিষ্টাচারের দাবি। আর যেহেতু আমি জানি, আপনি আপনার কাজে সৎ ও বিশ্বস্ত, তাই আপনাকে নিয়োগ করেছি। *এটি একটি বাহ্যিক প্রচেষ্টা মাত্র, যা ব্যবহার করা উচিত; সে জন্যই আমি (এটি) করছি। আপনার ওপর আমি নির্ভর করছি না।* মৌলভী ফযল দ্বীন সাহেব বলতেন, আমি পুনরায় বললাম, আমি কিন্তু এই জবানবন্দিটিই প্রস্তাব করছি। মির্যা সাহেব বলেন, না, আমি নিজে যে জবানবন্দি লিখছি, ফলাফল ও পরিণামের পরোয়া না করে আপনি সেটিই দাখিল করুন। এতে একটি শব্দও যেন পরিবর্তন না করা হয়। আর আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে আপনাকে বলছি, আপনার আইনি জবানবন্দির চেয়ে এটি বেশি কার্যকরী হবে এবং আপনি যে পরিণামের ভয় পাচ্ছেন তা ঘটবে না, বরং এর পরিণতি ইনশাআল্লাহ্ শুভ হবে। আর যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, জগতের দৃষ্টিতে পরিণতি ভালো হবে না, অর্থাৎ আমার সাজা হয়ে যাবে, তাহলে আমি এর পরোয়া করি না। কারণ তখন আমি এটি ভেবে আনন্দিত হবো যে, আমি আমার প্রভুর অবাধ্য হই নি।

লালা দীনা নাথ বলতেন, মৌলভী ফযল দ্বীন সাহেব গভীর আবেগ ও আন্তরিকতার সাথে এভাবেই মির্যা সাহেবের আত্মপক্ষ সমর্থন করেন এবং বলেন, এরপর তিনি (আ.) তৎক্ষণাৎ নিজের জবানবন্দি লিখে দেন। আর খোদার অপার মহিমা দেখুন! তিনি যেমনটি বলেছিলেন, সেই জবানবন্দির ওপর ভিত্তি করেই তিনি বেকসুর খালাস পেয়ে যান। মৌলভী ফযল দ্বীন সাহেব তাঁর (আ.) সত্যবাদিতা এবং সত্যের খাতিরে সব ধরনের বিপদাপদ বরণ করে নেবার সাহস ও বীরত্বের উল্লেখ করে উপস্থিত শ্রোতাদের মাঝে এক ভাবগম্ভীর ও মোহনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে দেন। সেখানে জামা'তের বাইরের যারা বসে ছিল এবং বিরোধিতা করছিল, তারা সবাই নীরব হয়ে যায়। তখন কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে, তাহলে আপনি তাঁর মুরিদ বা অনুসারী কেন হচ্ছেন না? তখন তিনি বলেন, এটি আমার ব্যক্তিগত বিষয় এবং তোমাদের এ বিষয়ে প্রশ্ন করার (কোনো) অধিকার নেই।

আমি তাঁকে একজন পূর্ণ সত্যবাদী বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি এবং আমার হৃদয়ে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান রয়েছে।

এই ঘটনা সম্পর্কে মাস্টার নযীর হুসাইন সাহেবের একটি রেওয়ায়েত রয়েছে। তিনি বলেন, হাইকোর্টের এডভোকেট ছিলেন মরহুম মৌলভী ফযল দ্বীন সাহেব, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তার গভীর ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল এবং হুযূরের মামলা-মোকদ্দমায় সাধারণত তিনিই উপস্থিত থাকতেন। তিনি (রা.) বলেন, তিনি [অর্থাৎ মৌলভী ফযল দ্বীন সাহেব] আমাকে বলেছেন, তিনি মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে সর্বোচ্চ মানের একজন পূর্ণ সত্যবাদী বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। আমার জিজ্ঞেস করার পর তিনি হুযূর (আ.)-এর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন এবং বলেন, আমরা একটি মামলায় হাজির হয়েছিলাম যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং ডেপুটি মার্টিন ক্লার্ক সাহেবের মাঝে ছিল। এই মামলায় আব্দুল হামিদ নামক এক ব্যক্তি যখন এই জবানবন্দি দেয় যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে মার্টিন ক্লার্ককে হত্যা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন, তখন লাহোরের উকিল মরহুম মৌলভী ফযল দ্বীন সাহেব আইনজীবী হিসেবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে বলেন, আপনি আদালতে বলবেন– আমি আব্দুল হামিদকে চিনি না। এরপর বাদবাকি কাজ আমরা নিজেরাই সামলে নেব। আপনি কেবল এই জবানবন্দিটি দিয়ে দিন যে, আমি তাকে চিনি না। মরহুম উকিল সাহেব বলতেন, আমরা হুযূরকে সকলভাবে এই আশ্বাস প্রদান করি যে, হুযূর নিজে যদি শুধু এতটুকু জবানবন্দি দিয়ে দেন তাহলে হুযূরের জয় নিশ্চিত, অন্যথায় খালাস পাওয়া অসম্ভব। উকিল সাহেব বলতেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের সকল প্রস্তাব শুনে বলেন, **আমি পৃথিবীতে সত্য প্রতিষ্ঠা করতে এসেছি। আমাকে ফাঁসি দেওয়া হলেও আমি কখনোই মিথ্যা বলব না। আমি আব্দুল হামিদকে চিনি, সে কাদিয়ানে যাতায়াত করত, আমি কোনোভাবেই তা অস্বীকার করতে পারব না, তাতে যা হবার হবে।** মরহুম উকিল মৌলভী ফযল দ্বীন সাহেব বলতেন, আমরা হুযূরের সমীপে নিবেদন করি, প্রাণ বাঁচানো আবশ্যক, তাই হুযূর যদি মিথ্যা বলতে না চান, তাহলে অন্তত এমনভাবে উত্তর দিন যাতে পরিষ্কারভাবে এটি বোঝা না যায় যে, হুযূর তাকে চেনেন; *অর্থাৎ, মিথ্যা না হলেও একটু ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলুন*। তখন হুযূর বলেন, **আমি এমনটিও করতে পারব না। খোদা তা'লা আমাকে পৃথিবীতে তাঁর আদর্শ উপস্থাপন করতে পাঠিয়েছেন। আমি প্রাণরক্ষার জন্য এমন আদর্শ উপস্থাপন করতে প্রস্তুত নই। যদি সত্য বলার কারণে আমাদের প্রাণও চলে যায়, তবুও আমরা সফল।** মৌলভী ফযল দ্বীন সাহেব– যিনি একজন অআহমদী ছিলেন– তিনি বর্ণনা করেন, আমরা তখন একেবারেই নিরাশ হয়ে গেলাম। আদালতে যখন হুযূরের জবানবন্দি নেওয়া হলো তখন হুযূর পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন, আমি আব্দুল হামিদকে চিনি। এ কথা শুনে আমরা নিশ্চিত হয়ে যাই, এখন খালাস পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু এই মামলাটিতে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে হুযূর যে সাহায্য-সহযোগিতা লাভ করেন– তা দেখে আমরা হতবাক হয়ে যাই। আল্লাহ্ তা'লা নিজের মা'মুর অর্থাৎ প্রত্যাদিষ্টকে সাহায্য করেছেন আর তিনি এই গুরুতর মামলা থেকে সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর সাহাবীগণ প্রাণ দিয়েছেন কিন্তু সত্য বলা থেকে পিছপা হন নি। তারা এমন অসাধারণ বিজয় ও কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন যেগুলোর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এর কারণ কী ছিল? তাদের মাঝে আন্তরিকতা ছিল, সততা এবং বিশ্বস্ততা ছিল। এধরনের সুবিধাবাদীরা আদতে নাস্তিক হয়ে

থাকে। যারা খোদা তা'লার ওপর দৃঢ় আস্থা রাখেন এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য কথা বলেন– তারা জানেন, খোদা তা'লার সাহায্য আসবে; এজন্য তারা এমনটি করেন না। যারা আল্লাহ্‌র বান্দা– তারা মিথ্যা বলেন না এবং সত্য গোপন করেন না। আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে, তুমি কি মসীহ্ মওউদ হবার দাবি করেছ? তাহলে আমি বলতে পারি– আমি এর কী উত্তর দেবো। সততা ও পুরুষোচিত মনোবল ছাড়া কাজ চলে না! আমার বিরুদ্ধে বহু মামলা করা হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর ফলাফল কী হয়েছে? কেউ কি বলতে পারে যে, কোনো এক বিষয়ে ভয় পেয়ে আমি পিছপা হয়েছি? এটি একপ্রকার শিরক। আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহ্ আছেন এবং তিনি তাঁর নিষ্ঠাবান বান্দাদের সাহায্য করেন। আমি সত্য সত্য বলছি, যে ব্যক্তি সত্য অন্তঃকরণে **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্** বলে, খোদা তা'লা তার সাথে থাকেন। ইসলামই একমাত্র ধর্ম যার মাধ্যমে এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়। *তিনি (আ.) বলেন, এটি কেবল তার জন্যই নির্দিষ্ট নয়, বরং সকলের জন্য প্রযোজ্য। যে-ই সত্য অন্তঃকরণে (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্) বলবে এবং আল্লাহ্ তা'লার ওপর বিশ্বাস রাখবে, তাকে রক্ষা করা হবে।*

শৈশবের এক পরিচিত হিন্দু ব্যক্তির স্বাক্ষ্যের উল্লেখও দেখা যায়। তিনি বলেন, আমি শৈশব থেকেই মির্যা গোলাম আহমদকে দেখেছি। আমি আর তিনি সমবয়সী। আমার সবসময়ই কাদিয়ানে আসা-যাওয়া রয়েছে। আমি দেখেছি, তার মধ্যে যেমন উত্তম গুণাবলি এখন বিদ্যমান রয়েছে– এমন উত্তম বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবসমূহ পূর্বেও বিদ্যমান ছিল। তিনি লেখেন, তিনি সত্যবাদী, বিশ্বস্ত এবং পুণ্যবান। আমি তো মনে করি, পরমেশ্বর মির্যা সাহেবের রূপ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং পরমেশ্বর নিজেই স্বীয় বিকাশ ঘটাচ্ছেন।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র মির্যা সুলতান আহমদ সাহেব লেখেন, আমার পিতা সবসময় ধর্মীয় কাজে ব্যস্ত থাকতেন। বাড়ির সকলেই তাঁর ওপর পরিপূর্ণ আস্থা রাখত। গ্রামের সকলেরই তাঁর ওপর পরিপূর্ণ আস্থা ছিল। শরীক আত্মীয়-স্বজন, যারা এমনিতে বিরোধী ছিল, তারাও তাঁর (আ.) সততায় এতটা আস্থাশীল ছিল যে বিভিন্ন ঝগড়ার সময় তারা এ কথা বলত যে, তিনি যা বলবেন আমরা তা-ই মাথা পেতে নেব। সকলেই তাঁকে বিশ্বাসী এবং সত্যবাদী হিসেবে জানত।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে তাঁর পিতা এই দুশ্চিন্তা করতেন যে, তাঁর জীবিকা কীভাবে নির্বাহ হবে? সে সহায়-সম্পত্তির দেখাশোনাও করতে পারে আর কোনো চাকুরিও করতে চায় না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, নিকটবর্তী গ্রামের এক শিখ ব্যক্তির দুই ছেলে আমার দাদার কাছে আসত। তাদের মধ্যে একজন আমার নিকট একটি ঘটনা শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, বড়ো মির্যা সাহেব *অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পিতা* একবার আমাকে বলেন, গোলাম আহমদ তো তোমার সমবয়সী, তাই তুমি তার কাছে গিয়ে তাকে বুঝাও; যদি সে সম্পত্তির দেখাশোনা না করতে পারে তাহলে তার কোনো চাকুরির ব্যবস্থা করে দেই। আমি তাঁকে গিয়ে বলি, আপনার বাবা আপনার প্রতি একারণে অসন্তুষ্ট যে, আপনি কোনো কাজকর্ম করেন না। আর তিনি অর্থাৎ তাঁর পিতা এ কথাও বলেছেন যে, তাকে গিয়ে বলো– তুমি কি সারা জীবন তোমার ভাইয়ের গলগ্রহ হয়ে থাকবে? আমি যখন মারা যাব তখন কী করবে? তুমি বললে আমি একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিই! হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একথা শুনে বলেন, বাবা অযথাই চিন্তা করেন। তাঁকে বলবে যে, **যাঁর চাকর হবার কথা**

ছিল হয়ে গেছি। দাদা বৈষয়িক মানুষ হওয়া সত্ত্বেও সেই শিখ যুবকের বর্ণনামতে, আমি যখন তাকে গিয়ে তাঁর (মসীহ্ মওউদের) কথা শুনালাম, তখন তিনি (তাঁর পিতা) নীরব হয়ে যান। তারপর তিনি বলেন, যদি সে *অর্থাৎ আমার পুত্র মির্যা গোলাম আহমদ* একথা বলে থাকে তাহলে সত্যই বলেছে; কারণ সে কখনো মিথ্যা বলে না।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন, আমার খুব ভালোভাবে স্মরণ আছে আর আমি কখনোই এ ঘটনাটি ভুলতে পারব না যে, ১৯১৬ সালে প্রয়াত মিস্টার ওয়াল্টার যখন **All India YMCA** -এর সেক্রেটারি ছিলেন আর আহমদীয়া জামা'ত নিয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে কাদিয়ান এসেছিলেন তখন তিনি কাদিয়ানে এই বাসনা ব্যক্ত করেন যে, আমাকে জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার কোনো একজন প্রবীণ সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেওয়া হোক। তখন মরহুম মুন্সি আরোড়া সাহেব (রা.) কাদিয়ানে ছিলেন। মিস্টার ওয়াল্টারকে মসজিদে মুবারকে মরহুম মুন্সি আরোড়া সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেওয়া হয়। সৌজন্যমূলক কুশলাদি বিনিময়ের পর মিস্টার ওয়াল্টার সাহেব মুন্সি সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন, মির্যা সাহেবের সত্যতার বিচারে কোন প্রমাণটি আপনার হৃদয়ে সবচেয়ে গভীর রেখাপাত করেছে? মুন্সি সাহেব জবাবে বলেন, আমি বেশি একটা শিক্ষিত মানুষ নই আর জ্ঞানগর্ভ যুক্তিপ্রমাণও বেশি জানি না। কিন্তু আমাকে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে তা হলো, হযরত সাহেবের ব্যক্তিসত্তা– যাঁর চেয়ে বেশি সত্যবাদী, সৎ এবং আল্লাহ্‌র প্রতি অধিক বিশ্বাসী ব্যক্তি আর কাউকে দেখি নি। তাঁকে (আ.) দেখে কেউ এ কথা বলতে পারত না যে, এই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী। আমি তো কেবল একটিবার তাঁর পবিত্র মুখ দর্শনের সুযোগ খুঁজতাম। দলিল-প্রমাণ আমি বেশি জানি না! একথা বলেই মরহুম মুন্সি সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা স্মরণ করে এতটাই ব্যাকুল হয়ে যান যে, তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করেন, এমনকি কাঁদতে কাঁদতে তার হেঁচকি উঠে যায়। তখন মিস্টার ওয়াল্টার অর্থাৎ সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। তার মুখমণ্ডল একটি ধোয়া সাদা চাদরের মতো হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে তিনি স্বরচিত পুস্তক **Ahmadiyya Movement**-এ বিশেষভাবে এ ঘটনার উল্লেখ করেন আর লেখেন, যে ব্যক্তি নিজ সাহচর্যে এ ধরনের ব্যক্তিবর্গ তৈরি করে গিয়েছেন, তাঁকে আমরা অন্তত ধোঁকাবাজ বা ভণ্ড আখ্যায়িত করতে পারি না।

হযরত মিয়াঁ রহীম বখশ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ ইব্রাহীম নামে এক আহমদীর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তার সাথে আমার সামান্য আলাপ হয়। আমার কাছে সত্য স্পষ্ট হয়ে যায়। রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমরা চার ভাই একটি পাহাড়ের গুহায় পথ হারিয়ে ফেলেছি। আমি এক পাশ থেকে ওপরে উঠে এসেছি। আমি দেখলাম, *ট্রেন চলছে* কিন্তু ভূমি থেকে অনেক ওপরে। আমি কীভাবে এতে চড়ব– তা ভেবে চিন্তিত ছিলাম। ওপরে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে; তিনি বলছেন, আকাশ থেকে নীচে যে রশি ঝুলে আছে সেটি ধর, তবেই ওপরে আরোহণ করতে পারবে। *তিনি স্বপ্নে এসব দৃশ্য দেখছেন। তিনি বর্ণনা করেন*, সকাল বেলা ইব্রাহীম সাহেব আমার কাছেন আসেন। আমি আমার স্বপ্নটি তাকে শোনাই। তিনি কুরআন শরীফ বের করে আমাকে বলেন, **ওয়া'তাসিমু বিহাবলিল্লাহ্** (সূরা আলে ইমরান: ১০৪) আয়াত বের করে এর অর্থ দেখান যে, আল্লাহ্‌র রজ্জুকে আকঁড়ে ধর। আমি বয়আতের চিঠি লিখে দিই। জবাব এলো, বয়আত গৃহীত হলো, তবে আপনি অবশ্যই কাদিয়ান আসুন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অথবা তাঁর (আ.) সেক্রেটারি যিনি লিখেছেন, তার পক্ষ থেকে এ জবাব এলো। আমি তাৎক্ষণিক কাদিয়ান

যাত্রার প্রস্তুতি নিই। অমৃতসর স্টেশনে আমি যখন বাটালাগামী গাড়িতে বসি, তখন সেখানে আমার কামরাতেই দুই-তিনজন শিখ ছিলেন। বেশ বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাচ্ছো? আমি বললাম, কাদিয়ান। তিনি বলেন, এই শিখেরা বলল, মির্যার কাদিয়ান? আমি উত্তর দিলাম, জি, আমি সেখানেই যাচ্ছি। স্বপ্ন দেখা সত্ত্বেও আমি কিছুটা নিজের মনের প্রশান্তির জন্য ভাবলাম, *হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে* এদেরকেও জিজ্ঞেস করি, সত্যি করে বলুন তো– তিনি কেমন? তারা বলতে লাগলেন, সে খুবই বিখ্যাত। সে ঈশ্বরত্বের দাবি করে। *এটি শিখদের কথা, এটি তাদের বুদ্ধি অনুসারে চিন্তা ছিল; তাঁর দাবি তো এটি ছিল– খোদা তা'লার ইলহামের ভিত্তিতে আমি প্রেরিত হয়েছি এবং খোদা তা'লার দিকে আহ্বান করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।* যাহোক তিনি বলেন, আমি যদিও বয়আত করেছিলাম, কিন্তু কিছুটা দুষ্টামি করার উদ্দেশ্যে আমি তাদের বললাম, আমি মির্যা সাহেবকে চিনি। সিয়ালকোটে তিনি এবং আমার পিতা উভয়ে চাকুরি করতেন। ঠাট্টাচ্ছলে তাদেরকে বললাম, তারা দুইজনেই মিলে গাঁজা (মাদক) প্রভৃতি সেবন করতেন। *প্রাথমিক পর্যায়ে ঈমানের দুর্বলতা থাকে।* যাহোক, আমি *হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে* বললাম, তিনি তো আমার পিতার সাথে একত্রে গাঁজা সেবন করতেন। এতে সেই শিখেরা বলল, মিয়াঁ! এ কথা বোলো না। তিনি একজন সাধু পুরুষ। তিনি অত্যন্ত সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তিনি এতটাই বিখ্যাত যে, লোকেরা তাঁর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে। যদি কেউ সত্য বলে তাহলে আমাদের এখানে লোকেরা বলে, তুমি কি মির্যা গোলাম মর্তুযার পুত্র? তাঁর সত্যবাদিতা প্রবাদে রূপ নিয়েছে। তিনি *অর্থাৎ, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)* আমাদের সাথে শৈশবে খেলাধুলা করতেন, পুস্তক থেকে পড়ে শোনাতেন, রঈসের পুত্র ছিলেন; *অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কাদিয়ানের রঈসের পুত্র ছিলেন।* আমরা সম্মান করতাম। তিনি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকেন। *আমরা এজন্যই তাকে সম্মান করতাম, কেননা তিনি রঈসের পুত্র ছিলেন।* যাহোক তিনি বলেন, তার মাঝে পরিবর্তন হতে থাকল এবং এমন এক যুগ তার ওপর আসল যে, তিনি বাহিরে বের হতেন না, নির্জনবাস আরম্ভ করে দেন। ভেতরে ভেতরেই জাদু করতে থাকেন। *তারা তো কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তি ছিল, ধর্মের কোনো জ্ঞান ছিল না। তাদের ধারণা ছিল, ভেতরে বসে জাদু করতেন।* কাদিয়ানের চতুষ্পার্শ্বে চার মাইল পর্যন্ত তিনি জাদুর প্রভাব বিস্তার করেছেন। *অর্থাৎ, নিজের ভক্ত বানিয়েছে ও সত্যতা প্রতিষ্ঠা করেছেন।* যে-কোনো ধর্মের অনুসারী ব্যক্তি তার কাছে আসলে তিনি সেই ব্যক্তির সামনে তার ধর্মের আলোকে নিজের সত্যতা প্রমাণ করতেন এবং তার ধর্মকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতেন। তিনি বলেন, আমি আকাশ থেকে এসেছি। *শিখেরা তাকে এই কথাগুলো বলে।* আমি তাদের কাছে এসব কথা শুনে এরপর যখন কাদিয়ানের অতিথিশালায় আসলাম, সেখানে তখন তিন-চারটি ছেলে ছিল। তিনি বলেন, আমি ভাবলাম, চলো, পরীক্ষা করে দেখি– আমি সঠিক গ্রহণ করেছি কি না। আমি সেসব ছেলেদের সাথে কঠোরতার সাথে কথা বলতাম, কিন্তু তারা নম্র ব্যবহার করত। আমার খারাপ আচরণ সত্ত্বেও সুন্দর ব্যবহার করত। আমি তাদের তরবিয়ত কেমন দেখতে চাচ্ছিলাম। তিনি বলেন, আমার কঠোরতার পরিবর্তে অত্যন্ত নম্র ও ভালো ব্যবহার করত। আমি বললাম, আমি মির্যা সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই। তারা বলল, এই সময় তিনি ভ্রমণে বেরিয়েছেন, সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন। কাদিয়ানে হাঁটতে হাঁটতে আমি বিরক্ত হয়ে গেলাম। তিনি বলেন, তীব্র গরমের কারণে ফেরত যাবার সংকল্প করলাম। *ঈমানের দৃঢ়তা তখনো ছিল না।* পথে একজন আরবের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি

বললেন, ভাই সাহেব! আপনি কাদিয়ান এসেছেন। হযরত সাহেবের সাথে অবশ্যই দেখা করে যান। *যেহেতু এখানে এসেছ তাহলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে যাও।* এই যুগ আর আসবে না। লোকেরা আসবে, কিন্তু এই সত্তা পুনরায় পাওয়া যাবে না। সুযোগ রয়েছে, দেখা করে যাও। আমি গুরুত্ব দিলাম না এবং ঘোড়ার গাড়ির চালককে বললাম, এখনই চলো। গরমে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম, সাক্ষাতও হচ্ছে না। আমি ফেরত যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। যাহোক তিনি বলেন, ইতোমধ্যেই আযান হয়ে গেল। আমি ভাবলাম, এখন নামায পড়ে যাই। আমি মসজিদের দিকে ফেরত আসি। যিনি ফেরত যেতে নিষেধ করেছিলেন সেই আরবের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাকে বললেন, ভাই সাহেব, আমি সেই সময় থেকে সিজদায় পড়ে আপনার জন্য দোয়া করছি যেন আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে এখানেই রাখেন, যেন আপনি হযরত সাহেবকে দেখতে পারেন। *প্রকৃতপক্ষে এটি সেই আরব ভদ্রলোকের নিষ্ঠা ছিল। তিনি যখন বলেন, আমি চললাম– তখন সেই আরব বলেন, এর সমাধান কেবল একটিই, তা হলো আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হয়ে সিজদায় পড়ে থাকা।* তিনি বলেন, আমি তো সেই সময় থেকেই সিজদায় পড়ে আছি আর তোমার জন্য এই দোয়া করছি যেন তুমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখে যাও। তিনি আরও বলেন, আমি হযরত সাহেবকে দেখেছি। হুযূর সভাতে আসন গ্রহণ করলেন। আমি সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম আর আমার দাঁড়ি, মাথা ও গোঁফ মুণ্ডন করা ছিল, সব কিছু শেভ করা ছিল। *এটি বর্তমান যুগের কথা নয়, বরং সেই যুগেও যারা ফ্যাশন করত তারা এমন করত।* হযরত সাহেব মাথা নীচু করে বসে ছিলেন। আমি মনে মনে বললাম, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এই ব্যক্তির চেহারা না দেখব ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস পরিপূর্ণ হবে না। যদিও আমি চিঠির মাধ্যমে বয়আত করে নিয়েছিলাম কিন্তু তখনও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে নি। *আর কথাতেও এমনটিই মনে হচ্ছে যে, দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না।* কিছুক্ষণ পর হযরত সাহেব মাথা তুললেন। আমি বললাম, তিনি সত্যবাদী। *যখন তাঁর চেহারা দেখলাম তখন অন্তর থেকে আওয়াজ উঠল– সত্যবাদী!* এর কিছুক্ষণ পর মাথা উঠিয়ে তাকালেন; আমি বললাম, **আমান্না–** আমি ঈমান আনলাম, ওয়া **সাদ্দাকনা–** তিনি সত্যবাদী। তৃতীয়বার আবার দেখলাম, তখন আমি তার জন্য কোরবান হয়ে গেলাম। তারপর নামায দাঁড়িয়ে গেল। হযরত সাহেব নামায শেষ করেই ভেতরে যেতে লাগলেন, এক ব্যক্তি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে গেলেন। নিবেদন করলেন, হুযূর, আমার জন্য দোয়া করুন। তিনি (আ.) বলেন, আপনি তো আমার হাতে বয়আত করেছেন, আমি তো শত্রুর জন্যও দোয়া করি।

হযরত খলীফা নিজাম উদ্দিন সাহেব বর্ণনা করেন, আমি সিয়ালকোট থেকে সিন্ধ-এর শিকারপুরে চাকুরির জন্য গিয়েছিলাম। হযরত আকদাস (আ.)-এর বিরুদ্ধে অনেক হইচই শুনেছিলাম। অমৃতসরে আমার এক বন্ধু থাকত, সেখান থেকে আমি অমৃতসর যাই। অমৃতসর থেকে সিয়ালকোট যাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, তখন দুটি ট্রেন সিয়ালকোটে চলে গিয়েছে। যখন ঘুম ভাঙল তখন জানতে পারলাম, ট্রেন চলে গেছে। তখনই মনে হলো, মির্যা সাহেবের গ্রাম তো নিকটেই, তাকে দেখে যাওয়া উচিত। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, বাটালার ট্রেন কখন যাবে? যাহোক তারা বলল, অর্থাৎ লোকেরা বলল, আধা ঘণ্টা পরে। আমি টিকেট নিলাম আর বাটালা পৌঁছে গেলাম, তারপর সেখান থেকে পায়ে হেঁটে কাদিয়ান চলে গেলাম। আসরের সময় আমি সেখানে পৌঁছলাম আর হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি সিয়ালকোটের যুগ থেকেই তার পরিচিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমাকে দেখে তিনি খুব খুশি হলেন। আসরের নামায

আমরা পড়লাম। পরের দিন সকালে মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে সংবাদ পাঠালেন। তিনি বলেন, অতঃপর মসজিদের দিকে ছোটো যে জানালা খোলে, সেখান দিয়ে হুযূর (আ.) আমার বয়আত নেন। তিনি বলেন, হযরত সাহেবের চেহারা দেখেই আমি আশ্বস্ত হই, পৃথিবী মিথ্যাবাদী হতে পারে, কিন্তু এই চেহারা মিথাবাদী নয়। হুযূরের চেহারায় বিশেষ এক আকর্ষণ ছিল। তা থেকে এমন একটি জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতো যা অন্তরকে বিমোহিত করত।

এই ধরনের একটি ঘটনা হযরত হাকীম আব্দুর রহমান সাহেব বর্ণনা করেন, আমার পিতা যখন বয়আত করে লায়েলপুর জেলার গোজরা চক নাম্বার ২৭৬-এ যান তখন তিনি সেই এলাকায় খুব তবলীগ করেন। লোকেরা তাকে নিজেদের ইমাম নিযুক্ত করে নেয়। তিনি যখন কুরআন মজীদ পড়াচ্ছিলেন আর হযরত ঈসা (আ.)-এর উল্লেখ আসে তখন তিনি ঈসার মৃত্যুর বিষয়টি বিস্তারিত বর্ণনা করেন। সেই লোকেরা আর্শ্চয হয়; *অর্থাৎ ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর কথায়*। তিনি বলেন, উযীর দীন নামে গ্রামের এক সরদার ছিল। উযীর দীন একদিন হাকীম সাহেবকে বলেন, আমার ডেগের প্রয়োজন। *সেই যুগে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের জন্য বড়ো বড়ো ডেগ বানাতো হতো, সাধারণত গরীবদের খাওয়ানোর জন্য বা চৌধুরীদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য ডেগ বানানো হতো।* যাহোক, তিনি বলেন, আমার একটি ডেগ দরকার। আর গুজরানওয়ালায় ভালো ডেগ তৈরি হয়। আপনি আমার সাথে সেখানে চলুন, সেখান থেকে নিয়ে আসি। তখন আমি তাকে বললাম, আপনার যদি ভালো ডেগ নিতেই হয় তবে বাটালায় চলুন, সেখানে আরও ভালো ডেগ তৈরি হয়। যখন তারা বাটালা পৌঁছালেন তখন তিনি বলেন, আমি চৌধুরী উযীর দীনকে বললাম, এখান থেকে কাছেই কাদিয়ানে মির্যা সাহেব থাকেন, আমি তাঁর বয়আত গ্রহণ করেছি, তিনি সত্যবাদী। আপনিও চলুন। তখন চৌধুরী সাহেব বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি– তিনি অবশ্যই সত্যবাদী। *কেননা চৌধুরী সাহেব তাঁকে আগে থেকেই চিনতেন।* (তিনি বলেন,) কারণ সিয়ালকোটে আমি এবং মির্যা সাহেব একসাথে চাকরি করতাম; আমি পাটোয়ারী ছিলাম আর তিনি অফিসে কাজ করতেন। *হাকীম সাহেবের সাথে যে চৌধুরী সাহেব ডেগ নিতে গিয়েছিলেন, সেখানে আবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আলোচনা শুরু হয়ে গেল এবং তিনি বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, তিনি অবশ্যই সত্যবাদী হবেন, কারণ আমি তাঁকে অফিসে কাজ করতে দেখেছি;* তিনি কখনো ঘুষ নেন নি এবং কখনো মিথ্যাও বলেন নি। তিনি অত্যন্ত পরহেযগার এবং মুত্তাকী ছিলেন। এমন ব্যক্তি কখনো মিথ্যা দাবি করতে পারেন না। তাছাড়া আমি তো তার যৌবনকাল দেখেছি, এমন ব্যক্তির দাবি কখনো মিথ্যা হতে পারে না। চলুন, আমি আপনার সাথে যাচ্ছি। অতএব চৌধুরী সাহেব তখনই গিয়ে বয়আত গ্রহণ করেন।

মিয়াঁ ফিরোয দীন সাহেব বর্ণনা করেন, আমার দাদার নাম ছিল মিয়াঁ নিযাম দীন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন চাকুরিসূত্রে সিয়ালকোটে এসেছিলেন তখন আমার দাদা তাঁকে মহল্লা সালুগুজার-এ একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে দিয়েছিলেন। হুযূর (আ.) আমার দাদার মাধ্যমে ছয় মাশা ওজনের একটি সোনার আংটি তৈরি করিয়ে নিজের বাড়িতে পাঠিয়েছিলেন। আমার দাদার সাথে হুযূর (আ.)-এর গভীর সম্পর্ক ছিল। যখন হুযূর (আ.) মসীহ্ হবার দাবি করেন তখন আমার দাদা কিছুকাল পর হুযূর (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করেন এবং গোটা পরিবারকে বলেন, আমি তাঁকে সেই সময় থেকে চিনি যখন হুযূর (আ.) এখানে চাকরি করতেন, তাই তোমরা আমার সামনেই বয়আত গ্রহণ করে নাও।

এই চেহারা মিথ্যাবাদীর হতে পারে না। তিনি বলেন, ১৮৯২ সালে আমাদের পুরো পরিবার বয়আত গ্রহণ করে।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন, মুন্সি আব্দুল আযীয সাহেব ওজলভী বর্ণনা করেছেন যে, আমি ১৮৯০ সালের দিকে গুরুদাসপুর জেলার জগৎপুর কোহলিয়াঁ মৌজায় পাটোয়ারী ছিলাম। ১৮৯১ সালে চেষ্টা করে আমার বদলি গুরুদাসপুর জেলার শিখওয়াঁ মৌজায় করিয়ে নিই। ওই সময় আমি আহমদী ছিলাম না, কিন্তু হযরত সাহেবের কথা শুনেছিলাম। বিরোধিতা করতাম না, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই চিন্তা বাধা হয়ে দাঁড়াত যে, আলেমরা সবাই হযরত সাহেবের বিরোধী। শিখওয়াঁ গিয়ে মিয়াঁ জামাল দীন, ইমাম দীন এবং খায়ের দীন সাহেবের সাথে আমার পরিচয় হয়। তারা আমাকে হযরত সাহেবের 'ইযালা-এ-আওহাম' বইটি পড়ার জন্য দেন। আমি দোয়া করার পর বইটি পড়া শুরু করি। এটি পড়তে পড়তেই হযরত সাহেবের সত্যতা আমার হৃদয়ে কীলকের ন্যায় গেঁথে গেল এবং সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল। এর কয়েক দিন পর আমি মিয়াঁ খায়ের দীনের সাথে কাদিয়ান গেলাম এবং গোল কামরার কাছে প্রথমবার হযরত সাহেবের দর্শন লাভ করলাম। হযরত সাহেবকে দেখে আমি মিয়াঁ খায়ের দীন সাহেবকে বললাম, এই চেহারা মিথ্যাবাদীর হতে পারে না। অতঃপর আমি বয়আত গ্রহণ করলাম।

অনুরূপভাবে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব, হযরত চৌধুরী জাফরুল্লাহ্ খান সাহেবের আরেকটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, শ্রদ্ধেয় চৌধুরী স্যার মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব লিখিতভাবে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, যখন আমি প্রথমবার লাহোরে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দর্শন করি তখন আমার মনে কোনো প্রকার বিশ্বাসগত সন্দেহ-সংশয় ছিল না। সে সময় আমার হৃদয়ে যে প্রভাব পড়েছিল তা হলো– এ ব্যক্তি সত্যবাদী এবং তিনি যা বলেন তা সত্য। আমার হৃদয়ে তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এমন এক ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছিল যা আমার জন্য হুযূর (আ.)-এর সত্যতার আসল প্রমাণ। আমি যদিও তখন শিশু ছিলাম, কিন্তু সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত কখনোই আমার কোনো দলিলের প্রয়োজন পড়ে নি। পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে এমন সব ঘটনা ঘটতে থাকে যা আমার ঈমানের দৃঢ়তার কারণ হয়, কিন্তু আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে তাঁর পবিত্র চেহারা দেখেই মেনে নিয়েছিলাম এবং সেই প্রভাবটিই এখন পর্যন্ত আমার নিকট হুযূরের দাবিসমূহের সত্যতার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। এই বিচারে আমি মনে করি, আমি ১৯০৪ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর থেকেই আহমদী, যখন আমি তাঁকে প্রথমবার দেখেছিলাম।

একইভাবে হযরত মিয়াঁ সদর দীন সাহেব বর্ণনা করেন, যখন আমি বয়আত করি তখন আমার পিতাকে বলি, আপনি কি জানেন– মানুষ কেন এক্কা গাড়িতে চড়ে কাদিয়ান আসছে? তিনি বলেন, আমি জানি না। আমি বলি, মির্যা সাহেব বলছেন যে, 'আমি মসীহ্ মওউদ'। তখন আমার পিতা বলেন, একথা অবশ্যই ঠিক হবে। আমি ওই ব্যক্তিকে শৈশব থেকেই দেখেছি, তিনি ভুল বলেন না।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

এখন দেখো! খোদা তা'লা তোমাদের সামনে তাঁর পক্ষ থেকে দলিল-প্রমাণ এভাবে পূর্ণ করেছেন, অর্থাৎ আমার দাবির স্বপক্ষে হাজার হাজার দলিল প্রতিষ্ঠিত করে তোমাদের এই সুযোগ দিয়েছেন যেন তোমরা চিন্তা করো, যে ব্যক্তি তোমাদের এই জামা'তের দিকে ডাকছে– সে তত্ত্বজ্ঞানের কোন মার্গে উপনীত মানুষ এবং সে কী পরিমাণ দলিল পেশ

করছে! আর তোমরা আমার পূর্ববর্তী জীবনের ওপর কোনো ত্রুটি, অপবাদ, মিথ্যা বা ধোঁকার অভিযোগ আনতে পারবে না, যার ভিত্তিতে তোমরা মনে করতে পারো– যে ব্যক্তি আগে থেকেই মিথ্যা ও অপবাদে অভ্যস্ত, সে এটিও মিথ্যাই বলে থাকবে। তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে আমার জীবনচরিতে কোনো ত্রুটি দেখাতে পারে? সুতরাং এটি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যে, তিনি শুরু থেকেই আমাকে তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন এবং চিন্তাশীলদের জন্য এটি একটি প্রমাণ।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের নসীহত করে বলেন, মনে রেখো! যখন সত্য পূর্ণরূপে নিজের প্রভাব বিস্তার করে, তখন তা একটি নূর বা জ্যোতিতে পরিণত হয়, যা প্রতিটি অমানিশায় সেই নূর গ্রহণকারীর জন্য পথপ্রদর্শক হয় এবং প্রতিটি বিপদ থেকে রক্ষা করে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তৌফিক দান করুন, আমরা যেন এই বাস্তবতা অনুধাবন করে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি এবং সর্বদা সত্যের উন্নত মানদণ্ডে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)